দানিয়েলের পুস্তক - নম্বর একশো বিরানব্বই

গোপন ইতিহাসের উন্মোচন: দানিয়েল ১১-এর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সামঞ্জস্য এবং ১,৪৪,০০০ জনের সিলমোহরকরণ

Jeff Pippenger

2024-04-22

আমরা দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ের চল্লিশতম পদের "গোপন ইতিহাস" বিবেচনা করছি—যা ১৯৮৯ সালে শেষকালের সময়ে তার লিখিত সাক্ষ্য সমাপ্ত হওয়া থেকে একচল্লিশতম পদের রবিবারের আইন পর্যন্ত বিস্তৃত। এই গোপন ইতিহাস শেষ দিনের সব ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রেখাকে সারিবদ্ধ করার কাঠামোকে উপস্থাপন করে, কারণ ওই গোপন ইতিহাসের মধ্যেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহর করা হয়। ওই ইতিহাসেই পশুর প্রতিমূর্তি গঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা সংঘটিত হয়। অতএব সেটিই সেই ইতিহাস যেখানে নেবূখদ্নেজরের পশুদের প্রতিমূর্তির গোপন স্বপ্নের সীল খোলা হয়। ওই গোপন ইতিহাসেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের গোপন ইতিহাস দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পদে সমাপ্ত হয়ে তৃতীয় পদ পর্যন্ত সারিবদ্ধ হয়। ওই গোপন ইতিহাসই দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীর সেই অংশ, যা শেষ দিনের সঙ্গে সম্পর্কিত; এবং সেটিই যিশু খ্রিষ্টের প্রকাশ, যা রবিবারের আইন প্রবর্তনের সময় অনুগ্রহকাল সমাপ্ত হওয়ার ঠিক আগে উন্মোচিত হয়। সত্যের এই সব রেখা সপ্তম ও চূড়ান্ত সীলমোহর খোলা হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

দানিয়েল অধ্যায় ১১-এর ১০ থেকে ১৫ পদকে সেই গোপন ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মিলিয়ে দেখা উচিত, এবং ওই পদগুলোর শেষে তিনটি পদ তিনটি ভাববাণীর ধারা উপস্থাপন করে। তারা নির্ধারণ করে পোপতন্ত্র কখন ইতিহাসে আবার অনুপ্রবেশ করে, যেমনটি খ্রিস্টপূর্ব ২০০ সালে ঘটেছিল, যখন পৌত্তলিক রোম প্রথমবার দানিয়েল অধ্যায় ১১, পদ ১৪-এ উপস্থাপিত ভাববাণীমূলক ইতিহাসে প্রবেশ করেছিল। ওই পদটি এবং পৌত্তলিক রোমের ইতিহাসে সেই পদের পরিপূর্তি দর্শনটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, কারণ পৌত্তলিক রোম ছিল সেই শক্তির প্রতীক, যা নিজেকে উচ্চে তুলে ধরেছিল, ঈশ্বরের লোকদের লুট করেছিল এবং পরে পতিত হয়েছিল। ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টরা ওই পদটিকে অ্যান্টিওখাস এপিফানিসের ওপর প্রয়োগ করেছিল, কিন্তু মিলারাইটরা তা পৌত্তলিক রোমের ওপর প্রয়োগ করে, এবং মিলারাইট ইতিহাসে ওই পদটিকে এক পরীক্ষামূলক সত্য হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। আজ আধুনিক লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টবাদের ধর্মতত্ত্ববিদরা আবারও শিক্ষা দেন যে এটি অ্যান্টিওখাস এপিফানিস; অতএব এটি আবারও এক পরীক্ষামূলক সত্য।

এটি শুধু পরীক্ষামূলক সত্যই নয়; বরং ওই আয়াতটিও খ্রিস্টপূর্ব ২০০ সালে তার পরিপূর্তি চিহ্নিত করে কখন টায়রের বেশ্যা (আধুনিক রোম) তার শয়তানি গান গাইতে শুরু করে, এবং শেষকালের ইতিহাসে পাপাসির প্রবেশের দিকেও ইঙ্গিত করে; ফলে এটি শেষ দিনের প্রধান পরীক্ষামূলক সত্যকে উপস্থাপন করে, যা মিলারাইট ইতিহাসের বিতর্কে প্রতিফলিত পরীক্ষামূলক সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তিনটি পদও পৃথিবীর পশুর রিপাবলিকান শিংয়ের ধারাকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং ১৯৮৯ সালে শেষকালের সময়ে রোনাল্ড রেগান দিয়ে শুরু হওয়া রাষ্ট্রপতিদের ধারায়, সাতজন রাষ্ট্রপতির মধ্য থেকে আসা অষ্টম রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিজের দ্বিতীয় মেয়াদে প্রবেশ করতে গিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পদক্ষেপগুলোকে চিহ্নিত করে। বারো নম্বর পদে

বর্ণিত রাফিয়ার যুদ্ধের পর, "অ্যান্টিওকাস" প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরের এক বিদ্রোহ দমন করে, তারপর বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে, যা প্যানিয়ামের যুদ্ধে মিশর দ্বারা প্রতীকায়িত। ট্রাম্প সেই যুদ্ধে জয়ী হন, কিন্তু সেই যুদ্ধই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ (অ্যাক্টিয়াম) সূচনা করে। এই কার্যকলাপগুলোর প্রতিরূপ ছিলেন অ্যান্টিওকাস তৃতীয় ম্যাগনাস; রাফিয়ার যুদ্ধে তিনি মিশরের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন, কিন্তু পরে প্যানিয়ামের যুদ্ধে বিজয়ী পাল্টা-আঘাত করেন।

ত্রয়োদশ পদে, 'কয়েক বছর পরে', অ্যান্টিওকাস ম্যাগনাস সম্পর্কে, উরিয়াহ স্মিথ যেমন বলেছেন: 'অ্যান্টিওকাস, নিজের রাজ্যে বিদ্রোহ দমন করে, এবং পূর্বাঞ্চলসমূহকে তার আনুগত্যে এনে স্থির করার পরে, যখন যুবক এপিফানেস মিশরের সিংহাসনে আরোহণ করল, তখন তিনি যেকোনো উদ্যোগের জন্য অবসর পেলেন; এবং এটি তার আধিপত্য বিস্তারের জন্য এতই অনুকূল সুযোগ মনে করে যে তা হাতছাড়া করা যায় না ভেবে, তিনি এক বিরাট সেনাবাহিনী তুললেন—"আগেরটির চেয়ে বৃহত্তর"।' ট্রাম্প প্রথমে তার রাজ্যে একটি বিদ্রোহ দমন করবেন, তারপর তিনি যখন পূর্বে পরাজিত হয়েছিলেন তখনকার চেয়ে বড় এক বাহিনী প্রস্তুত করবেন। ট্রাম্প ২০২০ সালে পরাজিত হয়েছিলেন, প্রকাশিত বাক্য একাদশ অধ্যায়ের পরিপূর্ণতায়, যখন নাস্তিকতার পশু, যা বিশ্বব্যাপী গ্লোবালিজমকে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান—উভয়—দলের গ্লোবালিস্টরা নির্বাচন চুরি করেছিল; এবং টায়ারের ব্যভিচারিণীর প্রধান প্রক্সি বাহিনী হিসেবে, পুতিন ইউক্রেনের ওপর বিজয়ী হলে সেটিও একটি পরাজয় হবে।

আমরা যে তিনটি পদ বিবেচনা করছি, তার মধ্যে তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ধারা হলো ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদের ধারা, যা মাক্কাবীয়দের ধারা দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে এবং ইহুদিদের ওপর গ্রীসের ধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে অ্যান্টিয়োখাস এপিফানেসের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ট্রাম্পের ধারা এবং ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদের ধারা সেই দুই শক্তিকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা শেষ পর্যন্ত পশুর মূর্তি হিসেবে উপস্থাপিত সেই শিঙে একীভূত হবে। তেরো থেকে পনেরো নম্বর পদ রবিবারের আইনের দিকে নিয়ে যাওয়া ইতিহাসকে উপস্থাপন করে; এবং ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদ ও ধর্মত্যাগী রিপাবলিকানবাদের দুই ধারা দেখায় যে, রবিবারের আইনের পূর্বে চার্চ ও রাষ্ট্রকে একীভূত করতে তারা যখন একত্রিত হয়, তখন ঐ দুই শক্তির পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া কীভাবে কার্যকর হয়।

পূর্ববর্তী প্রবন্ধগুলোতে আমরা দেখিয়েছি যে ১৭৭৬, ১৭৮৯ ও ১৭৯৮—যেগুলো যথাক্রমে স্বাধীনতার ঘোষণা, সংবিধান এবং এলিয়েন ও সিডিশন আইনসমূহকে প্রতিনিধিত্ব করে—এই তিনটি ঘটনা এমন এক সময়কালকে চিহ্নিত করে, যা বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীতে ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে 'পৃথিবীর পশু'-র সূচনার দিকে নিয়ে গিয়েছিল। এই কারণে ঐ তিনটি মাইলফলক বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর ষষ্ঠ রাজ্যের পরিসমাপ্তির দিকে নিয়ে যাওয়া তিনটি মাইলফলকের প্রতিনিধিত্ব করে। আমরা চিহ্নিত করেছি যে ১৭৭৬ থেকে ১৭৯৮ পর্যন্ত বিস্তৃত ২২ বছরের সময়কালটি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সিলমোহর করার সময়কে প্রতীকায়িত করে, কারণ ২২ সংখ্যা দেবত্ব ও মানবত্বের সমন্বয়ের প্রতীক।

আমরা ইতিহাসকে 'সত্য'-এর স্বাক্ষর বহনকারী হিসেবে শনাক্ত করেছি, কারণ প্রথম ও শেষ মাইলফলক যথাক্রমে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীনতা হরণকে উপস্থাপন করে। তিনটি মাইলফলকই পৃথিবীর পশুর প্রধান প্রতীককে উপস্থাপন করে, কারণ তারা সকলেই যুক্তরাষ্ট্রের 'কথা বলা'-কে উপস্থাপন করে; কেননা 'একটি জাতির কথা বলা হলো

আইনসভা ও বিচারিক কর্তৃপক্ষের ক্রিয়া’। ১৭৮৯ সালের মধ্যবর্তী মাইলফলক, অর্থাৎ সংবিধান, তেরোটি উপনিবেশে দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল, এবং হিব্রু শব্দ ‘Truth’-এর মধ্যবর্তী অক্ষরটি ত্রয়োদশ। ১৭৭৬ থেকে ১৭৯৮ পর্যন্ত বাইশ বছরও হিব্রু বর্ণমালার বাইশটি অক্ষরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আমরা আরও চিহ্নিত করেছি যে ১৭৯৮ সালের এলিয়েন ও সেডিশন আইনসমূহ সেই মুহূর্তকে নির্দেশ করে যখন যুক্তরাষ্ট্র ড্রাগনের মতো কথা বলে। রোমের সাথে ইহুদিদের জোটের ইতিহাস, যা দানিয়েলে একাদশ অধ্যায়ের ১৩ থেকে ১৫ পদে পথভ্রষ্ট প্রোটেস্ট্যান্টবাদের ধারার একটি অংশ, এমন এক সময়কালকে নির্দেশ করে যখন পশুর মূর্তি গঠিত হয়, এবং সেই মূর্তি গঠনই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের জন্য চূড়ান্ত পরীক্ষা। এটি সেই পরীক্ষা যা সিলমোহর প্রাপ্ত হওয়ার আগে তাদের উত্তীর্ণ হতে হবে। অতএব খ্রিস্টপূর্ব ১৬১ থেকে ১৫৮ সালের ইহুদিদের জোটটি এই পরীক্ষার একটি গুরুতর উপাদান, যার মাধ্যমে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য যাদের ডাকা হয়েছে তাদের বাছাই সম্পন্ন হয়।

খ্রিস্টপূর্ব ১৬১ সাল থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৫৮ সালকে ইহুদিদের জোট দ্বারা প্রতীকায়িত একটি সময়কাল হিসেবে মেনে নেওয়া ইতিহাসের শিক্ষার বিরোধী, কারণ ইতিহাসবিদেরা শেখান যে ওই জোটটি ছিল খ্রিস্টপূর্ব ১৬১ সালে, আর মিলারাইটরা শেখাতেন যে তা ছিল খ্রিস্টপূর্ব ১৫৮ সালে, এবং ঐ সত্য সম্পর্কে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস উভয় পবিত্র চার্টেই প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রশ্নটা শুধু এই নয় যে ইতিহাসবিদরা ইহুদিদের সঙ্গে জোটের ঘটনাকে ১৬১ খ্রিষ্টপূর্ব তারিখে নির্ধারণ করতে সঠিক কি না, অথবা মিলারাইটরা ১৫৮ খ্রিষ্টপূর্ব চিহ্নিত করতে সঠিক ছিলেন কি না। এই দুইটির যেকোনো একটিকে বেছে নিলেই আপনার পছন্দের সঙ্গে একদল মানুষের মিল পাওয়া যাবে। প্রশ্ন হলো, ইতিহাসবিদ ও মিলারাইট—উভয়েই কি সঠিক, এবং ইহুদিদের সঙ্গে জোট সম্পর্কিত সত্যটি আসলে ইতিহাসের সম্ভাব্য দুটি একক সময়বিন্দুর যেকোনো একটির বদলে একটি সময়পর্বকে নির্দেশ করে কি না।

পূর্ববর্তী প্রবন্ধগুলোতে আমরা যা যথার্থ পবিত্রকৃত যুক্তি বলে বিশ্বাস করি, তা উপস্থাপন করেছি: রোম ও ইহুদিদের জোট ১৬১ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ১৫৮ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত একটি সময়কালকে নির্দেশ করে, এবং সেই সময়কালটি পশুর মূর্তির গঠনকে প্রতীকায়িত করে। এই অবস্থায়, রোমের সঙ্গে ইহুদিদের জোটকে একটি সময়কাল হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্তটিও একটি পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায়, এবং ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সেই অর্থে এটি এই সত্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ যে পশুর মূর্তির গঠনই হচ্ছে "ঈশ্বরের জনগণের জন্য মহা পরীক্ষা।"

সে কথা মাথায় রেখে, খ্রিস্টপূর্ব ১৫৮ সাল নির্দেশ করে কখন মাক্কাবীয়রা নামে পরিচিত ধর্মত্যাগী ইহুদিদের সঙ্গে রোমের জোট দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং এইভাবে রবিবারের আইনকে প্রতীকায়িত করে; কারণ বাইবেল অলঙ্কারমূলক প্রশ্ন করে, "তারা যদি একমত না হয়, তবে কি দুইজন একসাথে চলতে পারে?" খ্রিস্টপূর্ব ১৫৮ সাল নির্দেশ করে কোথায় ও কখন ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদ পাপাল ক্ষমতার সঙ্গে হাত মেলায়, এবং খ্রিস্টপূর্ব ১৬১ সালে শুরু হয়ে ১৫৮ খ্রিস্টপূর্বে উপনীত হওয়া যে সময়কাল, তা পশুর মূর্তির গঠনের প্রতিনিধিত্বকারী সময়কালকে চিহ্নিত করে। এটি বোঝা জরুরি যে ঐ সময়কাল নির্দেশ করছে কখন ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদ ধর্মত্যাগী রিপাবলিকানবাদের সঙ্গে যুক্ত হবে। ঐ দুই ধর্মত্যাগী শক্তি তেরো থেকে পনেরো নম্বর পদে উপস্থাপিত হয়েছে,

তাই তাদের কিছু সাধারণ মাইলফলক রয়েছে।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরকে প্রতীকায়িত করতে ১৭৭৬, ১৭৮৯ ও ১৭৯৮ প্রয়োগ করা সঠিক; এরপর আসে ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির সাথে সংশ্লিষ্ট ফলস ফ্ল্যাগ আন্দোলনের পেলোসির বিচারসমূহ এবং বাইডেনের চুরি করা নির্বাচনের শপথগ্রহণ-পর্ব, যা রবিবারের আইনে গিয়ে পৌঁছায়। এই প্রয়োগে ২০০১ সালের প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, স্বাধীনতা হরণের সূচনা চিহ্নিতকারী এক মাইলফলক উপস্থাপন করে। তারপর পেলোসি ও শিফের প্রহসনের আদালত, যা সংবিধানের অনুমোদনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দ্বিতীয় মাইলফলক হিসেবে দাঁড়ায় এবং এভাবে সংবিধান উল্টে দেওয়ার সূচনাকে প্রতীকায়িত করে, এরপর তৃতীয় মাইলফলক হিসেবে এলিয়েন অ্যান্ড সেডিশন অ্যাক্টস যুক্তরাষ্ট্রের ড্রাগনের মতো কথা বলাকে প্রতিনিধিত্ব করে। এইভাবে এসব মাইলফলক প্রয়োগ করা মানে মাক্কাবীয়দের দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদের মাইলফলকগুলোকে সনাক্ত করা।

আরেক স্তরে, পতিত রিপাবলিকানবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত তিনটি পথচিহ্ন সনাক্ত করলে একটি খানিকটা ভিন্ন প্রয়োগ সামনে আসে। ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১, ১৭৭৬ সালের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু পতিত রিপাবলিকানবাদের ক্ষেত্রে ১৭৮৯ মিলে যায় এলিয়েন অ্যান্ড সেডিশন অ্যাক্টস-এর সঙ্গে, এবং ঐ “অ্যাক্টসমূহ” ও অজগরের মতো কথা বলা—যা রবিবার-আইন কার্যকর করার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়—এর মধ্যে একটি ভেদরেখা স্থাপন করে। যখন এই দুই ধারাকে পশুর মূর্তির পরীক্ষার প্রসঙ্গে পাশাপাশি রাখা হয়, তখন এগুলো পশুর মূর্তি স্থাপনের ভাববাণীমূলক কাঠামো গঠন করে, এবং ঈশ্বরের লোকদের জন্য মহাপরীক্ষা হলো পশুর মূর্তির গঠন। ঈশ্বরের লোকদের জন্য, পশুর মূর্তির গঠনটি যেমনটি ঈশ্বরের বাক্যে উপস্থাপিত (গঠিত) হয়েছে, সেটি প্রথমে সেভাবেই স্বীকৃত হতে হবে, যাতে শেষকালের ওই লোকেরা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জগতে সেই গঠনটিকে চিনতে পারে।

তাহলে ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির পেলোসি ট্রায়ালস কীভাবে এলিয়েন অ্যান্ড সেডিশন অ্যাক্টস-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে? অতল গহ্বরের জন্তু, যে গ্লোবালিজমকে নাড়া দেওয়া ধনী প্রেসিডেন্টকে সদ্য হত্যা করেছিল, তার উদযাপনকেই পেলোসি ট্রায়ালস চিহ্নিত করে। ওই উদযাপনের ইতিহাস বাইডেনের শপথগ্রহণের সময়কাল থেকে শুরু হয় এবং তা ট্রাম্পের দ্বিতীয় শপথগ্রহণে শেষ হওয়া একটি সময়কালকে উপস্থাপন করে। উল্লেখ্য, ট্রাম্প তিনবার প্রেসিডেন্ট পদে প্রচারণা চালান, এবং প্রথম ও শেষবার তিনি জয়ী হন, কিন্তু মাঝের বার তাঁর বিজয় চুরি হয়ে যায় সেই শক্তির দ্বারা, যাকে ধর্মগ্রন্থ মিথ্যার পিতা বলে শনাক্ত করে। চুরি হওয়া নির্বাচন দিয়ে শুরু হওয়া পেলোসি ট্রায়ালস চিহ্নিত করে প্রতিশোধমূলক দ্বিতীয় দফা পেলোসি ট্রায়ালসকে, যা শুরু হবে ট্রাম্প ২০ জানুয়ারি, ২০২৫-এ শপথ নেওয়ার সময়।

জো বাইডেনের প্রেসিডেন্ট পদে মেয়াদ এক ধারাবাহিক ‘পেলোসি ট্রায়াল’ দিয়ে শুরু হয় এবং এক ধারাবাহিক ‘পেলোসি ট্রায়াল’ দিয়েই শেষ হয়। দুটিই রাজনৈতিক বিচার, তবে দ্বিতীয় দফার বিচারে যাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়, তারা হলেন প্রথম দফার বিচারগুলোর অগ্রণী ভূমিকায় থাকা ব্যক্তিরাই। ট্রাম্পের দ্বিতীয় অভিষেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৬৪ সাল চিহ্নিত হয়। ট্রাম্পের দ্বিতীয় অভিষেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৬৪ সালের দ্বারা প্রতীকায়িত, এবং ইহুদি মন্দিরের পুনঃউৎসর্গ দ্বিতীয়বারের মতো রাজনৈতিক মন্দিরের পুনঃউৎসর্গকে প্রতিনিধিত্ব করে।

সেই বছরই অ্যান্টিওখাস এপিফানেস মারা যান, আর তিনিই ইহুদিদের ওপর গ্রিসের ধর্মীয় অনুশীলন চাপিয়ে দিয়েছিলেন, ফলে খ্রিস্টপূর্ব ১৬৭ সালের মাকাবীয় বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। ২০২৫ সালে ট্রাম্পের দ্বিতীয় অভিষেকে, যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিসের ধর্ম (গ্লোবালিজম) সম্পূর্ণভাবে দমন করা হবে, এবং চার্চ ও রাষ্ট্রকে একত্র করার কাজকে শক্তি জোগাতে শয়তানি অলৌকিক ঘটনাগুলি শুরু হবে। তখন ট্রাম্প এলিয়েন ও সিডিশন অ্যাক্টসের সমান্তরাল নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করবেন, এর মাধ্যমে পশুর প্রতিমূর্তি গঠনের সূচনা (খ্রিস্টপূর্ব ১৬১) চিহ্নিত হবে, এবং তিনি পেলোসি ট্রায়ালসের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করবেন। এলিয়েন ও সিডিশন অ্যাক্টস পশুর প্রতিমূর্তি গঠনের সময়পর্বের সূচনা নির্দেশ করে, এবং সেই পর্বের সমাপ্তি হয় রবিবারের আইনে, যা খ্রিস্টপূর্ব ১৫৮ দ্বারা প্রতীকায়িত।

সুতরাং, পশুর মূর্তি গঠনের যে সময়কাল, তা শুরু হয় সেই "কর্মসমূহ" দিয়ে যা ট্রাম্পকে মূলধারার গণমাধ্যম বন্ধ করে দিতে, অবৈধ অভিবাসীদের বহিষ্কার করতে এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ষড়যন্ত্রে জড়িতদের গ্রেপ্তার করে বিচারের মুখোমুখি করতে সক্ষম করে তোলে। সময়কালের শুরুটি ট্রাম্পের দ্বারা চালিত রাজনৈতিক নিপীড়নকে চিহ্নিত করে এবং এর সমাপ্তি ঘটে ধর্মীয় নিপীড়নের মাধ্যমে।

এই অর্থে, ১৭৮৯ ও সংবিধানের মধ্যবর্তী মাইলফলক হলো ২০২১ সালের পেলোসি ট্রায়ালস, যা এমন এক সময়কালকে নির্দেশ করে যার শুরুতে যেমন ইতিহাস ছিল, সমাপ্তিও তেমনই ইতিহাস দিয়ে হয়; তবে পেলোসি ট্রায়ালসের শেষ দফাটি বর্তমানে যাঁরা বিচারের সম্মুখীন ও কারারুদ্ধ, তাঁদের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক উলটফেরে রূপ নেয়। ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদের ধারায় দ্বিতীয় মাইলফলক হলো সেই পেলোসি ট্রায়ালস, যা জো বাইডেনের প্রেসিডেন্সি জুড়ে বিস্তৃত, এবং এই সময়কাল ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে শেষ হয়, যখন ধর্মত্যাগী রিপাবলিকানবাদের ধারায় ১৭৮৯-এর মাইলফলক ২০২৫ সালের ২০ জানুয়ারি এসে পৌঁছে, ট্রাম্পের দ্বিতীয় শপথগ্রহণের অব্যবহিত পর জারি হওয়া নির্বাহী আদেশসমূহের সঙ্গে। এতে এমন এক সময়ের সূচনা হয় যখন দেশটি ড্রাগনের মতো কথা বলে (Alien and Sedition Acts), যা রবিবার আইনের দিকে নিয়ে যায়, যেখানে দেশটি ড্রাগনের মতোই কথা বলে। সে সময় ১৭৮৯ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা সংবিধান ক্রমে ক্রমে উল্টে দেওয়া হয়।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় অভিষেকে তিনি ‘সাতের মধ্য থেকে’ অষ্টম প্রেসিডেন্ট হন, এবং পশুর মূর্তির গঠন নির্দেশ করে কীভাবে প্রোটেস্ট্যান্টবাদ ও রিপাবলিকানবাদের ধর্মত্যাগী শিংগুলি একটি শিংয়ে মিলিত হয়, যেখানে সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ প্রোটেস্ট্যান্টদের হাতে থাকে। ঠিক সেই একই ইতিহাসে, যারা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার হওয়ার জন্য আহ্বানপ্রাপ্ত, তারা শীঘ্র আসন্ন রবিবারের আইনকালে সত্য প্রোটেস্ট্যান্টবাদের শিং হিসেবে উচ্চে তোলা হওয়ার আগেই সীলমোহরপ্রাপ্ত হয়।

যে মোহরকৃত বার্তাটি ‘যীশু খ্রিষ্টের প্রকাশিত বাক্য’, এবং যা অনুগ্রহকাল শেষ হওয়ার ঠিক আগে উন্মোচিত হয়, সেটি দানিয়েল গ্রন্থের সেই অংশ যা শেষ সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। যে অংশটি উন্মোচিত হয়, সেটি দানিয়েল ১১:৪০-এর গোপন ইতিহাস; এবং উক্ত অধ্যায়ের ১৩ থেকে ১৫ পদ সেই গোপন ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতএব, অনুগ্রহকাল শেষ হওয়ার ঠিক আগে যে বার্তাটি উন্মোচিত হয়, এবং যা নেবুখদ্নেজ্জারের পশুদের প্রতিমার গোপন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বার্তা দ্বারা দৃষ্টান্তায়িত হয়েছে, সেটিই উক্ত অধ্যায়ের ১৩ থেকে ১৫ পদে মাক্কাবীয়রা ও আন্তিয়খুস তৃতীয় দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত প্রোটেস্ট্যান্টবাদ ও রিপাবলিকানবাদের ধর্মচ্যুত শিংদ্বয়ের দুটি দণ্ডের সংযুক্তির সেই

বার্তা।

পশুর প্রতিমূর্তি গঠনের বিষয়টি সনাক্ত করে যে বার্তা, সেটিই সেই বার্তা যা সেই পবিত্রীকরণের কথা জানায়, যা সত্যিকারের প্রোটেস্ট্যান্ট শিংকে সীলমোহর দেয়।

চতুর্দশ পদে, খ্রিস্টপূর্ব ২০০ সালে, পৌত্তলিক রোম প্রথমবারের মতো ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিবরণে পরিচয় পায়, যখন এটি অ্যান্টিওকাস তৃতীয় ও মেসিডনের ফিলিপ কর্তৃক গঠিত মিশরবিরোধী জোটের হাত থেকে মিশরের নবজাতক রাজাকে রক্ষা করতে উঠে দাঁড়ায়। সেই বছর অ্যান্টিওকাস তৃতীয় পটলেমি পঞ্চমের বিরুদ্ধে পানিয়ামের যুদ্ধ পরিচালনা করেন। দর্শন স্থাপনকারী 'তোমার জাতির লুটেরা'-দের পরিচয়, অ্যান্টিওকাস ও ফিলিপের মধ্যে জোট, এবং পানিয়ামের যুদ্ধ—সবই সেই বছর ঘটেছিল। অতএব, এই পথচিহ্নটি অ্যান্টিওকাস—যিনি পৃথিবীর জন্তুর প্রজাতন্ত্রী শিং-এর প্রতিরূপ—এবং মেসিডনের ফিলিপ (গ্রিসের প্রাচীন নাম), যিনি জাতিসংঘকে প্রতীকায়িত করেন, তাদের মধ্যে এক জোটকে চিহ্নিত করে।

ভবিষ্যদ্বাণীমূলক স্তরে, পানিয়ামের যুদ্ধে ড্রাগন (ম্যাসেডন) ও মিথ্যা নবী (যুক্তরাষ্ট্র)-এর মধ্যে একটি জোট গঠিত হয়। এই জোটের অন্তর্নিহিত প্রেরণা ছিল মিশরের অধিক্ষেত্রকে ভাগ করে নেওয়া, যা ধসে পড়তে থাকা রাশিয়াকে প্রতিনিধিত্ব করত।

যখন যিশু তাঁর শিষ্যদের পানিয়ুমে নিয়ে গেলেন, তখন সেটির নাম ছিল কাইসারিয়া ফিলিপ্পি। মহান হেরোদের নাতি হেরোদ ফিলিপ্পি শহরটির পুনরুদ্ধার সম্পন্ন করেছিলেন এবং কাইসার অগাস্টাস ও নিজের নামে এর নামকরণ করেছিলেন; তাই কাইসারিয়া ফিলিপ্পি। তাঁদের সম্পর্ক রোমের সঙ্গে রোমকেই উপস্থাপন করে, তবে কাইসারের তুলনায় ফিলিপ্পি এক নিম্নতর রোম; এবং ভাববাদী স্তরে হেরোদ ফিলিপ্পি হেরোদিয়াসের কন্যা সালোমেকে প্রতিনিধিত্ব করে। অতএব, কাইসারিয়া ফিলিপ্পি নামের মাধ্যমে আমরা দেখি হেরোদ ফিলিপ্পি মিথ্যা ভাববাদীকে এবং কাইসার পোপতন্ত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে।

অতএব প্যানিয়ামের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাস দুটি জোট তুলে ধরে: একটি যেখানে মিথ্যা নবী (ট্রাম্প) ড্রাগন (জাতিসংঘ)-এর সঙ্গে হাত মেলায়, এবং আরেকটি যেখানে মিথ্যা নবী (ট্রাম্প) পোপতন্ত্র (সিজার)-এর সঙ্গে হাত মেলায়। ষোড়শ পদে রবিবারের আইন উপস্থাপিত হয়, এবং সেখানেই ত্রিবিধ ঐক্য কার্যকর করা হয়, কিন্তু এই ব্যবস্থাটি আসলে রবিবারের আইনের আগেই স্থাপিত হয়েছিল, পনেরোতম পদে এবং প্যানিয়ামের যুদ্ধে।

> "ঈশ্বরের ব্যবস্থার লঙ্ঘন করে পাপতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর করার যে ফরমান জারি হবে, তার দ্বারা আমাদের জাতি নিজেকে ধার্মিকতা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করবে। যখন প্রোটেস্ট্যান্টবাদ খাদ অতিক্রম করে রোমীয় শক্তির হাত ধরার জন্য তার হাত প্রসারিত করবে, যখন সে অতল গহ্বরের ওপর দিয়ে পৌঁছে স্পিরিচুয়ালিজমের সঙ্গে করমর্দন করবে, যখন এই ত্রিবিধ ঐক্যের প্রভাবে আমাদের দেশে প্রোটেস্ট্যান্ট ও প্রজাতান্ত্রিক সরকাররূপে তার সংবিধানের প্রতিটি নীতি অস্বীকার করবে এবং পাপীয় ভ্রান্তি ও প্রতারণার প্রসারের জন্য ব্যবস্থা করবে, তখন আমরা জানতে পারি যে শয়তানের আশ্চর্য কার্যসাধনের সময় এসে গেছে এবং অন্ত নিকটবর্তী।" Testimonies, খণ্ড ৫, ৪৫১।

আমরা আমাদের পরবর্তী প্রবন্ধে এই গবেষণাটি চালিয়ে যাব।

উদ্ঘাটন কোনো নতুন কিছুর সৃষ্টি বা উদ্ভাবন নয়; বরং যা ছিল কিন্তু প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত মানুষের কাছে অজানা ছিল, তারই প্রকাশ। সুসমাচারে নিহিত মহান ও চিরন্তন সত্যসমূহ অধ্যবসায়ী অনুসন্ধান এবং ঈশ্বরের সামনে নিজেদের নম্র করার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরীয় শিক্ষক সত্যের বিনয়ী অনুসন্ধানীর মনকে পরিচালনা করেন; এবং পবিত্র আত্মার নির্দেশনায় তার কাছে বাক্যের সত্যসমূহ প্রকাশিত হয়। এভাবে পরিচালিত হওয়ার চেয়ে অধিক নিশ্চিত ও কার্যকর জ্ঞানের পথ আর হতে পারে না। উদ্ধারকর্তার প্রতিশ্রুতি ছিল, 'যখন তিনি, সত্যের আত্মা, আসবেন, তিনি তোমাদের সব সত্যের পথে পরিচালিত করবেন।' পবিত্র আত্মার দান দ্বারাই আমরা ঈশ্বরের বাক্য বুঝতে সক্ষম হই।

গীতিকার লিখেছেন, 'এক যুবক কীভাবে তার পথ শুদ্ধ করবে? তোমার বাক্য অনুসারে সাবধানে চলবে। আমি সর্বান্তঃকরণে তোমাকে খুঁজেছি; তোমার আজ্ঞা থেকে যেন আমি বিচ্যুত না হই। ... আমার নয়ন উন্মুক্ত করো, যাতে তোমার বিধি থেকে বিস্ময়কর বিষয়সমূহ আমি দর্শন করতে পারি।'

আমাদের উপদেশে দেওয়া হয়েছে যেন আমরা সত্যকে লুকানো ধনের মতো খুঁজি। প্রভু সত্যের প্রকৃত অনুসন্ধানীর বোধ উন্মুক্ত করেন; আর পবিত্র আত্মা তাকে প্রত্যাদেশের সত্যগুলো অনুধাবন করতে সক্ষম করেন। গীতিকার যখন প্রার্থনা করেন যে তাঁর চোখ খুলে দেওয়া হোক, যাতে তিনি ব্যবস্থার আশ্চর্য বিষয়গুলো দেখতে পারেন—এটাই তিনি বোঝাতে চান। যখন প্রাণ যীশু খ্রিষ্টের মহিমার জন্য পিপাসিত হয়, তখন মন উত্তমতর জগতের গৌরব অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। শুধু ঐশ্বরিক শিক্ষকের সহায়তাতেই আমরা ঈশ্বরের বাক্যের সত্যগুলো বুঝতে পারি। খ্রিষ্টের বিদ্যালয়ে আমরা নম্র ও বিনীত হতে শিখি, কারণ সেখানে আমাদের ঈশ্বরভক্তির রহস্যসমূহের উপলব্ধি প্রদান করা হয়।

"যিনি বাক্যকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, তিনিই ছিলেন সেই বাক্যের প্রকৃত ব্যাখ্যাতা। খ্রিষ্ট তাঁর শিক্ষাগুলো উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতেন, তাঁর শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রকৃতির সরল বিধিগুলোর দিকে এবং সেই পরিচিত বস্তুগুলোর দিকে, যা তারা প্রতিদিন দেখত ও স্পর্শ করত। এইভাবে তিনি তাদের মনকে প্রাকৃতিক থেকে আধ্যাত্মিকের দিকে পরিচালিত করতেন। অনেকে তাঁর দৃষ্টান্তগুলোর অর্থ সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারেনি; কিন্তু মহান শিক্ষক যেসব বস্তুর সঙ্গে আধ্যাত্মিক সত্যকে সংযুক্ত করেছিলেন, তারা দিনে দিনে সেই বস্তুগুলোর সংস্পর্শে আসতে আসতে, কেউ কেউ সেই ঐশ্বরিক সত্যের পাঠগুলো অনুধাবন করল, যেগুলো তিনি তাদের মনে গেঁথে দিতে চেয়েছিলেন, এবং এরা তাঁর মিশনের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হলো এবং সুসমাচার গ্রহণ করে ধর্মান্তরিত হলো।" Sabbath School Worker, ১ ডিসেম্বর, ১৯০৯।